দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 FEB 1987
পৃষ্ঠা

বিদ্যালয় ভবন দীর্ঘদিন থেকে সংস্কার বিহীন

ভৈরব, ১৬ ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।— সংস্কারের অভাবে ভৈরব রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাদ যে কোন সময় ধসে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

২৫ বছর আগে নির্মিত বিদ্যালয়ের ছাদের স্থানে স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। দেয়ালের বিভিন্ন অংশের আস্তর খসে পড়ছে। বৃষ্টি হলেই পানি পড়ে এবং ভেতর ভিজে যায়।

কাপ্তাই

কাপ্তাই (রাঙ্গামাটি) থেকে সংবাদদাতা জানান, নারানগিরি সরকারী পাইলট হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক না থাকায়ও সহকারী শিক্ষকের অপ্রতুলতা এবং শিক্ষার উপকরণের অভাবে অত্র স্কুলে শিক্ষাদানে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে।

২৬ জন শিক্ষকের পরিবর্তে বর্তমানে ১৩ জন শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করছে। অনেকদিন থেকে প্রধান শিক্ষক নেই। স্কুল অভ্যন্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার আসন সংখ্যা খুব কম। বর্তমানে যে কয়েকটা আছে তাও বিভিন্নভাবে জোড়াতালি দিয়ে ঠিক রাখা হয়েছে।

রাঙ্গুনিয়া

রাঙ্গুনিয়া থেকে সংবাদদাতা জানান, আর্থিক অনটনের কারণে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই এবং চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়ার সর্বমোট ২৮টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১টি স্নাতক ডিগ্রী কলেজ কোন রকমে এলাকাবাসীর দয়া ও দানের উপর টিকে আছে।

বিদ্যালয় ভবনগুলোর দুরবস্থা, আসবাবপত্র ও শিক্ষা সরঞ্জামের অভাব, শিক্ষকের বেতন ভাতার অনিয়মের ফলে এসব বিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলা পরিসংখ্যানে জানা গেছে, এই দুই উপজেলার মাত্র দু'একটি বিদ্যালয় সরকারী পরিকল্পনাধীনে পরিচালিত হয়, অবশিষ্ট বিদ্যালয়গুলো স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যে আর কোন সরকারী সাহায্য জোটে না। ফলে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে অভাব, শিক্ষা উপকরণের সংকট এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন অনেক বিদ্যালয় রয়েছে বিদ্যালয় ভবনগুলো ধসে যে কোন সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা হতে পারে।

মৌলবীবাজার

মৌলবীবাজার থেকে সংবাদদাতা জানান, মৌলবীবাজার জেলায় মোট ৩৭টি বিদ্যালয় ভবন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে আছে।

সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের অভাবে সারা জেলায় ব্যবহার অনুপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ১টি সরকারী মহাবিদ্যালয়, ২টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ২২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১২টি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।

সদর উপজেলায় মোট ১৬টি ব্যবহার অনুপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে, মৌলবীবাজার সরকারী মহাবিদ্যালয়, মৌলবীবাজার সরকারী বিদ্যালয়, আলী আমজদ সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, মনুমুখ পি, টি, উচ্চ বিদ্যালয়, কাশীনাথ আলাউদ্দীন বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়, হাফিজা খাতুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জগৎস্বী গোপাল কৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়, আমতৈল উচ্চ বিদ্যালয়, আজাদ বক্ত উচ্চ বিদ্যালয়, সাবিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্যামের কোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আদপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিতেশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ বাড়ন্তি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আরও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

রাজনগর উপজেলা রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামের বিদ্যালয়টি ব্যবহারের অনুপযোগী।

বড়লেখা উপজেলায় ৩টি। এর মধ্যে একটি হচ্ছে দক্ষিণ ভাগ এন, সি, উচ্চ বিদ্যালয় ও অন্য দু'টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চানগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মোহাম্মদ নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ৫টি, কমলগঞ্জ উপজেলায় ৭টি, কুলাউড়া উপজেলায় ৫টি।

বালাগঞ্জ

বালাগঞ্জ (সিলেট) থেকে সংবাদদাতা জানান, বালাগঞ্জ উপজেলার ১২টি উচ্চ বিদ্যালয় এখন সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ। ফলে বিদ্যালয়গুলোর ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ উপজেলার শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ২টি বিদ্যালয়, একটি হচ্ছে তাজপুর মঙ্গলচণ্ডি নীশিকান্ত উচ্চ বিদ্যালয় অন্যটি বেগমপুর শরৎ সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়, উক্ত বিদ্যালটির ভবন সমস্যা প্রকট।

তাছাড়া বিজ্ঞান ভবন সমস্যা রয়েছে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের। অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলোর নলকূপগুলো বিকল দীর্ঘদিন যাবত।